তারিখ ... 22 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... ৬ ...

যায়যায়দিন

রোকেয়ায় উপাচার্যের পক্ষে বিপক্ষে শিক্ষক সমাজ

রংপুর প্রতিনিধি

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) উপাচার্যের পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষকরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। দুর্নীতি ও আত্মীয়করণের অভিযোগে সেখানকার শিক্ষকদের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ও অন্যটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্মিলিত শিক্ষক সমাজ পরস্পরবিরোধী অবস্থানে রয়েছেন। তাদের মধ্যে বর্তমানে অসন্তোষ বিরাজ করছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক ড. আর এম হাফিজুর রহমানের অভিযোগ, উপাচার্য ড. প্রফেসর আব্দুল জলিল মিয়ার দুর্নীতি ও আত্মীয়করণের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রত্যাশা মাফিক গড়ে উঠছে না। নিয়মকানুন বিধিবিধান মেনে

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

শিক্ষক : রোকেয়ায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চলা হচ্ছে না। চলছে ষড়যন্ত্র। দেশের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোটের মাধ্যমে ভিসি নির্বাচিত করার সুযোগ থাকলেও বেগম রোকেয়ায় তা নেই। এ জন্য রংপুরের ভিসি আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছেন। ভিসির কর্মচারী হলেও প্রত্যাশা হয়ে থাকে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সব শিক্ষক মিলে পরিকল্পনা করলেও তা বাস্তবায়ন হবে না। আওয়ামী লীগের সুরঞ্জিত সেন ও বুয়েটের ভিসির দুর্নীতিকে ছাড়িয়ে গেছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রধান ড. মতিউর রহমানের অভিযোগ ভিসির দুর্নীতি ও আত্মীয়করণের তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এই তদন্ত যেন ভিসির পক্ষে যায় সেজন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি ভিসির বিরুদ্ধে তদন্ত বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার দাবি জানান। যাতে এসব দুর্নীতির খবর শিক্ষকদের মাধ্যমে গণমাধ্যমে না যায় সেজন্য নোটিশ দেয়া হয়েছে বলে তার অভিযোগ। তারা এই কালো আইন তুলে নেয়ার দাবি জানান। তারা এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতো একই অভিযোগ তুলেছেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক মাসুদ রানা, ড. তুহিন ওয়াদুদ ও শিক্ষক ওমর ফারুকসহ অনেকে।

এদিকে ভিসির পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারে শনিবার সকালে ক্যাম্পাসে আধঘণ্টার মানববন্ধন কর্মসূচি হয়েছে।

ষড়যন্ত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয় কর্মসূচিতে। তাদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭০ থেকে ৭৫ জন এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরে একটি জরুরি সভাও করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ।

কর্মসূচিতে অংশ নেয়া শিক্ষকরা বলেন, দেশের বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যখন কিছু ইস্যু নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়কেও অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে একটি মহল। তারা নানা অপপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পড়াশুনার পরিবেশ বিনষ্টের অপচেষ্টা করছে।

শিক্ষকরা আরো বলেন, দেশে নতুন যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বে এবং একদল তরুণ শিক্ষকের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ড ও অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হয়েছে এবং উন্নয়নের যে ধারা অব্যাহত আছে সেগুলোকে নস্যাৎ করতেই একটি মহল সবসময় ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারা প্রথম থেকেই একই ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।

মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নাম্বার একাডেমিক ভবনে একটি জরুরি সভাও করে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ। সংগঠনের যুগ্ম-আহ্বায়ক ড. সরিফা সালোয়া ডিনার সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব রফিউল আজম খানের সঞ্চালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন- প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ড. গাজী মাজহারুল আনোয়ার, ড. ফরিদ-উল ইসলাম, ড. শিমুল মাহমুদ, ড. ইকবাল রুমী শাহ, মো. মোরশেদ হোসেন, ফেরদৌস রহমানসহ সংগঠনের সদস্যরা।

রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহান আলী মণ্ডলের সঙ্গে গণমাধ্যমে কথা বলতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে উপাচার্য ড. প্রফেসর আব্দুল জলিল মিয়ার সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলতে চাইলে তার সেটটির সংযোগ বন্ধ ছিল।